R N. No. 2532/57

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
আকর্ষণীয় ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৩৫শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২১শে মাঘ বুধবার, ১৩৮৭ সাল
৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পশম বয়ন শিল্পে শীত সঙ্কট

সত্যনারায়ণ ভকত ঃ রঘুনাথগঞ্জের শ্রীকান্তবাটী পশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিমিটেড একনাগাড়ে তিন বছর ধরে শীত সঙ্কটের কবলে পড়েছে। এই কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পশম উৎপাদন কেন্দ্র। এর সঙ্গে লাইম ম্যানুফ্যাকচারিং ইনডাসট্রি (চুন উৎপাদন শিল্প), টালি ও ইট ভাটা এবং নিমতেল উৎপাদন—এই তিনটি কুটির শিল্প চালু করার ফলে বছর বছর বিক্রয় কর গুণতে গিয়ে লোকসানের মাত্রাটা আরো বেড়েছে। তার উপর আছে সম্পত্তির ডিপ্রিসিয়েশন বছরে পাঁচ হাজার টাকা, বাজারের সমস্যা ইত্যাদি।

উল ও খাদি নির্দেশক ৫-৪-১৯৮০ তারিখের ডি ডবলু কে/৮০-৮১ নং পত্রে সমিতিকে বিক্রীর সমস্যা সম্পর্কে জানিয়েছেন, তিন বছর ধরে ঠাণ্ডার মরসুম দেরীতে হওয়ার চাহিদা কমে গিয়েছে এবং উৎপাদিত সামগ্রী জমে যাচ্ছে। অবিক্রীত সামগ্রীর ব্যাপারে বাজেট আলোচনার সময় রিপোরট নেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সম্ভব হয়নি। প্রারম্ভিক মজুদ, উৎপাদন, খরিদ, খুচরো ও পাইকারি বিক্রী, সরকারী বিক্রী এবং ক্লোজিং ষ্টক সম্পর্কে রিপোরট পাওয়ার পর বিক্রীর ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। এই কেন্দ্রের অংশীদার ৮৫ জন। মূলধন চার লক্ষ টাকা। অংশীদারি মূলধন ১৬ হাজার টাকা। বাৎসরিক কম্বল উৎপাদন ২,৪০,০০০ টাকা। ম্যানেজার কৃপাসিন্ধু বাগ্বিরা জানান, রাজ্য সরকার গত বছর শেয়ার কিনেছিলেন ২০ হাজার টাকার, এবার কিনেছেন ১৫ হাজার টাকার। এর ফলে মূলধন কিছু বেড়েছে।

পশম শিল্প দুই সেকটরে বিভক্ত—কো-অপারেটিভ এবং খাদি সেকটর। শ্রীকান্তবাটী পশম বয়ন শিল্প দুই সেকটরেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থবিনিয়োগ করছে খাদি কমিশন। খাদি প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রীর নিয়ম নাই। ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠান উৎপাদিত কম্বল কিনে নেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে সামগ্রী বিক্রীর এই ব্যবস্থা, কার্যতঃ সেই সাহায্য হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানগুলি সমিতির টাকায় সামগ্রী খরিদ করলেও বাকীতে নেন এবং অবিক্রীত সামগ্রী ফেরত দেন। এর ফলে বছর বছর প্রচুর কম্বল জমে যায়। তার উপর কয়েক বছর থেকে শীত পড়ছে না, তাই বিক্রীও কমে গিয়েছে।

এ ধরনের সমিতির ব্যাপারে সরকারও সেরকম যত্নবান নন। সরকার যে ঋণ দেন তার সদ্ব্যবহার হচ্ছে কিনা, ঠিকমত বাজার পাচ্ছে কিনা ইত্যাদি সরকার দেখেন না। সরকারের লক্ষ্য কেবল বিক্রয় কর আদায় করা। এ ব্যাপারে কোন মাফ নাই। সরকার টেণ্ডার দিয়ে উৎপাদিত সামগ্রী খরিদ করেন। কিন্তু সময়মত সেই টেণ্ডার আহ্বান না করায় সমিতি স্বল্প সময়ের মধ্যে কম্বল সরবরাহ করতে পারে না। এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করে মহাজনরা। বিক্রয় করের ব্যাপারেও মহাজনদেরই বেশী সুবিধা।

কেন্দ্রের কাঁচামালের পঞ্চাশ শতাংশ আমদানী করতে হয় পুরুলিয়া থেকে। বাকী পঞ্চাশ শতাংশ সংগ্রহ হয় স্থানীয় বাজার থেকে। কাঁচামাল অর্থাৎ ফিনিসড উল প্রয়োজন হয় বছরে ৮০ কুইন্টাল। উইন্ডিং করার পর মিলিং করার জন্য পাঠানো হয় বিহারের ডেরিয়নসনে। এর জন্য প্রতিটি কম্বলে পাঁচ টাকা করে দিতে হয়। এখানে একটা মিলিং প্ল্যাণ্ট স্থাপন করতে পারলে সুবিধা হয়।

কেন্দ্রের কম্বলের চাহিদা পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষ; বিহার, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরায় পঁচিশ হাজার করে। এ ছাড়াও স্থানীয়ভাবে বিক্রী হয়।

রঘুনাথগঞ্জের গোপালনগর গ্রামে ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। গ্রামবাসীদের মূল জীবিকাও এই কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে। প্রায় ১৫০ পশম শিল্পী পরিবার উপকৃত হন। মহকুমা তথা রাজ্যের অর্থনীতিতে এই কেন্দ্রের প্রভাব অপরিসীম। এখন লোকসানের হাত থেকে একে বাঁচাতে সরকারী উদ্যোগ অপরিহার্য।

সহজপাঠ পাঠ্যপুস্তকের জন্য নয় ঃ সুভাষ চক্রবর্ত্তী

বিশেষ প্রতিনিধি : 'সহজপাঠ শিশুদের বোধ্য নয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে সহজপাঠ লেখেননি। আসলে সহজপাঠ বাতিল হলে বিশ্বভারতীর রয়্যালটি নষ্ট হবে তাই এত চেঁচামেচি।' রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেনজি পার্কে পয়লা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের ৬ষ্ঠ মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সভায় ভাষণ দেওয়ার পর একান্ত সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেন ফেডারেশনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী। তিনি জানান, ১৯৬৯ সালে সহজপাঠ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে সিলেবাস কমিটির অনুমোদন লাভ করে। এগরিমেণ্ট অনুযায়ী ১৯৮০ সালে তার মেয়াদ শেষ হয়। সিলেবাস কমিটিতে তখন সর্বসম্মতিক্রমে সহজপাঠ বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যাঁরা চেঁচাচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই (সুভাষবাবুও) সিলেবাস কমিটির সদস্য। আসলে সহজপাঠ বাতিল হলে বছরে বিশ্বভারতীর পঞ্চাশ হাজার টাকা করে রয়্যালটি নষ্ট হবে তাই আনন্দবাজারের মাধ্যমে গেল গেল রব তোলা হচ্ছে। সহজপাঠ বাতিল হলেই রবীন্দ্রনাথকে অসম্মান করা হবে এমন নয়। তেমনি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখায় পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হবে এমনও নয়। নতুন পাঠ্যপুস্তকে সহজপাঠের অনেক রচনা সংকলিত হয়েছে। প্রকাশ্য সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে সুভাষবাবু বলেন, বাজারী বুদ্ধিজীবী এবং প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র বামফ্রণ্ট বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সেই ভূমিকা মরিচঝাঁপি থেকে সহজপাঠে এসে ঠেকেছে। কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ নয়। বামফ্রণ্টের

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নেতারা আশাহত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের মুরশিদাবাদ জেলা সম্মেলনে ছাত্রসাধারণের বিশেষ সাড়া না পাওয়ায় নেতারা আশাহত হয়েছেন। তিনদিনের এই সম্মেলনে এই জেলায় ছাত্রদের মধ্যে দলীয় প্রভাব হ্রাসে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। জেলার সমস্যাবলীর চেয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আলোচনায়। শিক্ষা সম্পর্কে ফ্রণ্টের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানানো হলেও সাংগঠনিক পর্যায়ে বিরোধী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার

(২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২১শে মাঘ বুধবার, ১৩৮৭

কী বিচিত্র !

বিষয় অখাদ্য রুটি সরবরাহ। সরবরাহ করা হইয়াছে—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের। রুটির নমুনা পরীক্ষায় ক্ষতিকারক বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ফল—মামলা দায়ের। আর অখাদ্য যাহারা খাইল তাহাদের? তাহার উত্তর কে দিবে?

আগাগোড়া ব্যাপারটি আমাদের পত্রিকায় বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের উপর আলোকপাত করিতেছে। রাজ্য সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিশুদের জন্য রুটি সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া শিশু অপুষ্টি প্রতিরোধের এক মহৎ পরিকল্পনা চালু করিয়াছেন। বিগত কয়েক বৎসর হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে রুটি দেওয়ার কাজ চলিয়া আসিতেছে।

ইতিপূর্বে আমাদের এই পত্রিকায় অখাদ্য রুটি সরবরাহ করার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রকাশ : জঙ্গিপুর পুরসভাধীন রহমানপুর ফ্রি প্রাইমারী বিদ্যালয়ে অখাদ্য রুটি সরবরাহ করিবার জন্য জঙ্গিপুর পুরসভা দাস বেকারির মালিক অনিলকুমার দাসের বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অব ফুড অ্যাডালটারেশন এ্যাকটের ৯ ধারায় জঙ্গিপুর আদালতে মামলা রুজু করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ে যখন রুটি দেওয়া হইতেছিল, তখন পুরসভার ফুড ইনসপেকটর দেবীপ্রসন্ন রায়শর্মা কুড়ি প্যাকেট রুটি উক্ত বেকারি ভেণ্ডারের নিকট হইতে আটক করেন এবং তাহা বহরমপুর জেলা জনস্বাস্থ্য বিভাগে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়। জনস্বাস্থ্য বিভাগ ঐ রুটি পরীক্ষা করিয়া রুটিতে ছত্রাক হাই এলকোহলিক অ্যাসিডিটি পান। মামলা এই জন্যই। মামলার ফলাফল একটা কিছু হইবে কোনও একদিন। বিভিন্ন জেরা ও ব্যাখ্যার বহু কূট চালে অখাদ্য রুটি হয়ত বা খাদ্যও হইয়া উঠিবে। আর ততদিনে যাহারা ঐ ক্ষতিকারক রুটি খাইয়াছে, তাহারা নানা পীড়ার উপসর্গে আক্রান্ত হইবে। কেহ চিকিৎসার সুযোগ পাইবে, কেহ পাইবে না। কিন্তু পীড়াক্রান্ত ঐ সব শিশুরা যে সেই ক্ষতকর রুটি খাইয়াই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার জন্য কোন রাসায়নিক পরীক্ষা বোধ করি, হইবে না। পুষ্টিদানের সাধু প্রচেষ্টার আথের জোর করিয়া অপুষ্টিসাধন। শীর্ণ এবং ক্ষীণ স্বাস্থ্য শিশুরা বেকারির মালিকদের স্মরণ করিতে পারিবে না নিশ্চয়ই। তবে অভিশপ্ত ক্ষুদ্র দেহখানিতে তাহারা ব্যাধির বীজ বহন করিয়া চলিবে—ইহা সত্য। কী বিচিত্র এই দেশ যাহার স্বাধীন অধিবাসী শিশুহত্যায় ব্রতী।

পাঠ্যপুস্তকের জন্য নয়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষানীতির দুটো দিক—শিক্ষার প্রসার এবং মানোন্নয়ন। ভারতবর্ষে পাঁচশোরও বেশী ভাষাভাষীর ৩১০০ জাতি-উপজাতির বাস। সেই ৬৫ কোটির ভারতবর্ষে সাড়ে চার কোটির পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের সাফল্য প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ঈর্ষার কারণ। শিক্ষানীতির মাধ্যমে বামফ্রন্ট শত্রুকে চিনতে সাহায্য করছে।

প্রকাশ্য সমাবেশে, অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল বারী, সি পি এম এর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি ও জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক মধু বাগও মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য প্রমুখ। পৌরোহিত্য করেন ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সভাপতি মইনুল হাসান। কমিটির পুনর্নির্বাচিত জেলা সম্পাদক শেখর সাহা জানান, ৩০ জানুয়ারী থেকে রঘুনাথগঞ্জে ফেডারেশনের জেলা সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে ৩৭৬ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ৭০ জন। ৩৭ সদস্যের জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

নেতারা আশাহত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

চালাতে কোনরূপ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এই সম্মেলনে। প্রকাশ্য অধিবেশনে ছাত্রদের উপস্থিতি তো ছিলই না উপরন্তু সাধারণ মানুষও তেমন সংখ্যক উপস্থিত হননি। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় দু'ঘণ্টা পর সভা শুরু করেও প্রকাশ্য সভার এই দৈন্যদশায় জেলা নেতৃত্বের কাছে স্থানীয় নেতৃত্বের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়েছে। জেলা নেতাদের ধারণা স্থানীয় নেতাদের মধ্যে আখের গোছানোর মনোভাব চাঙ্গা হয়ে ওঠায় দলীয় সংগঠন মার খাচ্ছে। উপস্থিতির দৈন্যতা আবহাওয়ার কারণে নয়। লোকাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য পৌরসভা ও চাকরি—দুই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পার্টির নেতৃত্বে সময় দিতে পারছেন না। যতদূর মনে হয় আগামী কিছুদিনের মধ্যেই মৃগাঙ্কবাবুকে এতসব দায়িত্ব থেকে সরে যেতে হবে। এ নিয়ে জেলা কমিটিতে আলোচনাও নাকি হয়েছে। এবং শ্রীভট্টাচার্য্যকে সতর্ক করে দেওয়াও হয়েছে বলে রাজনৈতিক সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে।

কবর থেকে মরগে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরের ডেপুটি ম্যাজিসট্রেট সুনীলকুমার চ্যাটারজি ২৮ জানুয়ারী রঘুনাথগঞ্জ থানার গোকুরপুর বেরজের নাজিরা বেগমের (৩৫) মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ময়না তদন্তের জন্য মরগে পাঠান। ২৬ জানুয়ারী নাজিরা বেগম রহস্যজনকভাবে মারা যান। তাঁর শরীরে দুটি ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধেন কোয়াক চিকিৎসক অধীরকুমার প্রামাণিক। টেলিফোনে বেনামে রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পেয়ে মৃতদেহ কবর থেকে তোলার ব্যবস্থা করা হয়। তখনও মৃতদেহে দুটি ক্ষতের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল বলে পুলিশ জানায়। এ ব্যাপারে মৃতার স্বামী খাবিরুদ্দন সেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ সূত্রের এই খবরে জানানো হয়েছে।

চোরাই লাইন আটক

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৪ ফেব্রুয়ারী—জাতীয় সড়কের টহলদার পুলিশ গতকাল সকালে ফরাক্কা থানার তিলডাঙ্গা গ্রামের কাছে তিনটি গরুগাড়ি আটকে রেলের নতুন চোরাই লাইন উদ্ধার করে। খড়ের গাদার মধ্যে গরুগাড়িতে চাপিয়ে এই লাইন পাচার করা হচ্ছিল। আটক লাইনের দাম প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। রেললাইনগুলি ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের রেলপথ তৈরীর জন্য আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। খবরটি পুলিশ সূত্রের।

গুলিতে ডাকাত হত ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৪ ফেব্রুয়ারি—দু'জন হোমগারডের সাহসিকতায় ৩৪নং জাতীয় সড়কে গতকাল সকালে একটি বাস ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মালদা—কলকাতাগামী উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের একটি বাস গতকাল সকালে ফরাক্কা থানার শঙ্করপুরে একটি বামপারে গতি শ্লথ করলে একদল সশস্ত্র ডাকাত বাসটিকে ঘিরে ফেলে। ওই বাসে দু'জন হোমগারড ছিলেন। তাঁরা প্রথমে নেমে এলে ডাকাতরা একজন হোমগারডকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং পশুপতি দাস নামে অপর হোমগারডকে জাপটে ধরে। পশুপতি একটু কাৎ হয়ে এক ঝাঁক গুলি চালায়। ফলে ঘটনাস্থলেই জিগরির নওসাদ সেখ নামে একজন ডাকাত গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। অন্য ডাকাতরা পালিয়ে যায়। পুলিশ নিহত ডাকাতের মৃতদেহটি আটক করে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সংবাদপত্র ও এজেণ্ট

আপনার পত্রিকায় উপরোক্ত শিরোনামে প্রকাশিত চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এ চিঠির অবতারণা। আমি 'পরিবর্তন' পাক্ষিক পত্রিকার জন্ম লগ্ন থেকেই গঙ্গাধর সিংহ রায়ের প্রতিনিধি সুধীর দাসের কাছ থেকে ঐ পত্রিকা নিতাম। সুধীরবাবুর স্বভাবসিদ্ধ মুখঝামটা এবং অনিয়মিত সরবরাহ সহ্য করেও পরিবর্তন নিতে বাধ্য হতাম বিকল্প কোন এজেণ্ট না থাকার দরুণ। সকলকে পড়িয়ে পত্রিকা দিতেন, তবু সহ্য করতাম। সহ্যের বাঁধ ভাঙ্গল যখন দেখলাম একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা আমাকে সরবরাহ করা হল না। জিজ্ঞেস করতে গেলে আমার সঙ্গে অত্যন্ত অশালীন আচরণ করা হল। আমি গঙ্গাধরবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে সব বললাম। প্রতিকার না পেয়ে বাধ্য হয়ে ডাকে সরাসরি পত্রিকা নিতে সুরু করলাম। পরিবর্তনের ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব কার, তার চেয়ে বড় কথা সুধীরবাবু তাঁর একান্ত কর্মচারী। শত অন্যায় ও অশালীন ব্যবহার করেও তাঁর পরিবর্তন নাই। গঙ্গাধরবাবু শহরে একটু ঘুরলেই দেখতে পাবেন সুধীরবাবুর সেবায় এই এলাকার কত মানুষ তিতবিরক্ত। তিনি রাজী থাকলে আমিই তাঁকে নিয়ে ঘুরতে পারি—বিমান হাজরা, রঘুনাথগঞ্জ।

বেআইনী হলার চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা: সীমান্ত থেকে তিন কিলোমিটারের হাসকিং মেসিন চালানোর অনুমতি দেওয়া যাবে না—এই সরকারী নির্দেশকে অমান্য করে রামপুরা তেঘরীর জনৈক ব্যক্তিকে হলার পারমিট দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ এসেছে। ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্থানীয় ফুড সাপ্লাই ও তেঘরীর প্রধানের রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও পায়ার জোরেই তিনি নাকি হলার পারমিট পেয়েছেন। খবরে জানা গেছে, পুলিশী বন্দোবস্তের জোরে বীরভূম সীমান্ত এলাকার আথুয়া, বেলাইপাড়া, বাহাদিডাঙ্গা গ্রামে বেআইনী হলার চালানো হচ্ছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেও কোন ফল হয়নি।

পঞ্চায়েতে দলবদল

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ ফেব্রুয়ারী—জরুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিস্তার পঞ্চায়েত সদস্য ফরওয়ারড ব্লকের সুকুমার প্রসাদ এবং সি পি এম এর রাণীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জেঠিয়ার পঞ্চায়েতের সদস্য পাতু দাস দলত্যাগ করে সি পি আই দলে যোগদান করেছেন বলে জানানো হয়েছে। জেলা নেতৃত্বের দুর্নীতি এবং পক্ষপাতিত্বমূলক রাজনীতির প্রতিবাদে এই দলবদল বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

হারাইয়াছে

২৯-১-৮১ তারিখে রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া পোষ্ট অফিস যাওয়ার পথে কলিকাতার এস পি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রডাক্টস লিঃ এর অনুকূলে লিখিত থামশুদ্ধ একখানি B/9 170042 নং Sales Tax Declaration ফরম হারাইয়া গিয়াছে। যদি কেহ পাইয়া থাকেন দয়া করিয়া ফেরত দিলে বাধিত হইব।

ভারতী ইলেকট্রিক্যালস্
পক্ষে গঙ্গাধর সিংহ রায়
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

লালবাগ—বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া নাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির

লাগরদীঘি, ৩১ জানুয়ারী—সাগরদীঘি ব্লক কৃষি খামারে ৫ দিনের কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির আজ শেষ হয়েছে। ২৭ জানুয়ারী ওই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক অমলেন্দু সরকার। শিবিরে এই ব্লকের ২৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ২ জন আদিবাসী ও ১২ জন তপশিলী চাষী ছিলেন। শিবিরের এদিন কৃষি দপ্তরের কর্মীরা জৈব সার থেকে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ, শস্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন।

এন টি পি সি কলোনী

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৩১ জানুয়ারী—প্রজাতন্ত্র দিবসে ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কর্মীরা নবনির্মিত এন টি পি সি কলোনীতে গৃহ প্রবেশ করেন। এই উপলক্ষে সন্ধ্যায় একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সুরঝঙ্কারের শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এন টি পি সির জেনারেল ম্যানেজার বলেন, এখানে যে কাজের সূচনা করা হয়েছে, নানা মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, দেশ গঠনের আদর্শকে সামনে রেখে সেই কাজ সম্পন্ন করা হবে।

খাতাপত্র, পেন-কালির মেলা
পণ্ডিত ষ্টেশনারস
রঘুনাথগঞ্জ

বিদ্যালয় নির্বাচন

মিরজাপুর, ২ ফেব্রুয়ারী—গতকাল মিরজাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে একটি গোষ্ঠীর আটজন এবং অপর গোষ্ঠীর একজন প্রার্থী জয়লাভ করেন। বিশিষ্ট বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমান সম্পাদক অধ্যাপক অরুণ ঘোষাল এবং পরাজিত ব্যক্তিদের মধ্যে স্থানীয় অঞ্চল প্রধান নির্মল মনিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

প্রদেয় কর
চটপট জমা দিলে

★ অর্থদণ্ড বা শাস্তির ভয় থাকে না?

★ উদ্বেগ আর আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে থাকতে হয় না

★ দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয় দেওয়া হয়

★ দেশ গঠনের কাজে সম্পদ সংগ্রহে সাহায্য করা যায়

কর দেবার শেষ তারিখ একটা আছে সত্যি, কিন্তু

শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন কি?
দীর্ঘসূত্রিতা থেকে প্রায়ই গাফিলতি ঘটে
ঠিক মতো কর দিন
দেশের শক্তি বাড়তে দিন

ডিরেকটর অফ ইন্সপেকশন
(রিসার্চ, ষ্ট্যাটিসটিক্স অ্যাণ্ড পাবলিকেশন)
ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট
নিউ দিল্লী—১১০০০১

davp 80/398/Bengali

কৃষি সংবাদ

আমের ফলন বাড়ান

সময়মত শোষক পোকা দমন করুন—

শোষক পোকা আমের মুকুলের রস চুষে খায়। তার ফলে ফুল শুকিয়ে পড়ে যায়। গুটি কম ধরে ও গুটি ঝরে পড়ে। তাই মুকুল আসার সময় (কুঁড়ি অবস্থায়) একবার ও তার ১৫ দিন পরে (গুটি ধরার পরে) আর একবার নীচের যে কোন একটি ঔষধ সঠিক পরিমাণে জলে গুলে গাছে স্প্রে করুন।

ফলঝরা বন্ধ করার জন্য দ্বিতীয়বার ঔষধ দেবার সময় প্রতি ২ লিটার জলে আধ মিলি লিটার হারে প্ল্যানোফিক্স মিশিয়ে স্প্রেয়ার যন্ত্রের সাহায্যে ভালভাবে ছিটাতে হবে।

ঔষধের নাম, প্রতি দশ লিটার জলে ঔষধের পরিমাণ

সেভিন ৫০ শতাংশ	২৫ গ্রাম
ডি ডি টি ৫০ শতাংশ	৪০ গ্রাম
ডিমেক্রন ১০০ শতাংশ	৫ মিলি লিটার
থায়োডান ৩৫ শতাংশ	২০ মিলি লিটার
ম্যালাথিয়ান বা সাইথিয়ান ৫০ শতাংশ	২০ মিলি লিটার

সাধারণতঃ কলমের গাছে ১০ থেকে ২০ লিটার এবং আঁটির গাছে ২০ থেকে ৪০ লিটার ঔষধ মেশান জল লাগে। গাছের বাড় অনুযায়ী ঔষধ মেশান জলের পরিমাণ ঠিক করুন।

বিস্তারিত জানতে হলে আপনার এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর সাথে যোগাযোগ করুন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক
কর্তৃক প্রচারিত

তথ্য ও সংস্কৃতি, মুর্শিদাবাদ।

আমিও একদিন.....

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—*চ্যাটার্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার*
(৫ম তল)
৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১
ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। আমোদিত, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম রুক্ষ রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বহুক্ষণ ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।